প্রথম আলো

এবারের ঈদে বন্ধ হোক সড়কে মৃত্যুর মিছিল

তরিকুল ইসলাম
আপডেট: ১৩ এপ্রিল ২০২৩, ২১: ৫৯

করোনার সংক্রমণের পরেই ঈদ উদ্‌যাপনে নেই কোনো ধরনের বিধিনিষেধ। যার যার মতো সবাই ঈদ আনন্দে মেতে ওঠেন। নির্বিঘ্নে ঈদ উদ্‌যাপনের মধ্যে বেড়েছে সড়ক দুর্ঘটনাও। ঈদের ছুটিতে ঘরমুখো মানুষ তুলনামূলকভাবে স্বস্তিতে বাড়ি ফিরতে পারলেও দুর্ঘটনা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। প্রতি বছর ঈদের ছুটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যায়। গত রোজার ঈদেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ঈদের ছুটিতে মহাসড়কে ছিল মৃত্যুর মিছিল। গত ঈদে পাঁচ দিনের ছুটিতে সড়কে প্রাণ যায় অন্তত ৬৫ জনের। সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা হয় ঈদের পরের দিন বুধবার। ওই দিন দুর্ঘটনায় সারা দেশে কমপক্ষে ২৩ জনের মৃত্যু হয়।

প্রতিটি মানুষ স্বপ্ন দেখে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার। কিছু স্বপ্ন আচমকা থমকে যায়, মুহূর্তে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। কত স্বপ্ন নিঃশেষ হয়ে যায় ব্যস্ত সড়কে। মানুষের স্বপ্নপূরণের প্রধান অন্তরায় যেন সড়ক দুর্ঘটনা। সড়ক দুর্ঘটনা খুব ভয়াবহ পর্যায়ে চলে গেছে, এ যেন নিত্যদিনের ঘটনা। জীবনচক্রে কত মানুষকে যে ভাগ্যের ফেরে সড়কে জীবন জলাঞ্জলি দিতে হয়, পরিবারে নেমে আসে কালো অধ্যায়। দিনের পর দিন সড়ক দুর্ঘটনা কতটা ঘাতক হয়ে উঠেছে তা বোঝায় যায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বড় একটি ঘটনায়। গত ১৯ মার্চ মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার কুতুবপুর এলাকায় পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়ে থেকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ইমাদ পরিবহনের বাস ছিটকে পড়ে ২০ জন নিহত হন। আহত হন অন্তত ২৯ জন।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে আমরা জানতে পারি, ২০২২ সালে ৬ হাজার ৭৪৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ৯ হাজার ৯৫১ জন। সড়কে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির এ সংখ্যা গেল ৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে গত ৮ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ছিল ২০১৫ সালে। ওই বছর সড়ক দুর্ঘটনায় ৮ হাজার ৬৪২ জনের মৃত্যু হয়।

সড়ক দুর্ঘটনা সবার কাছে এক আতঙ্কের নাম। সড়কের মড়কে খালি হচ্ছে হাজারো মায়ের কোল। সরকারের একার পক্ষে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তবে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন সংগঠন, এনজিও, ছাত্রসমাজ, যাত্রী, চালক, পথচারীসহ সবাইকে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। তবে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর উদ্যোগ সরকারই নিতে পারে।

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আইন আছে। এ আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের আরও কঠোর হওয়া উচিত। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ নির্দেশনাও আছে। সেসব মেনে চললে সড়কে ঈদযাত্রা নিরাপদ হবে বলে আমরা আশা রাখি।

তরিকুল ইসলাম
অ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন)
রোড সেইফটি প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।
ই-মেইল: tarikul@amic.org.bd

Link: https://www.prothomalo.com/opinion/letter/30xl1tuw9z